

Sriyam Sundar Co. Jewellers

Christmas Carnival

20 To 25 December

LUCKY DIP
Attractive Gift With Every Purchase

AND LUCKY DRAW
Exciting Prizes EVERY 2 HOURS!

See you there !

প্রতিবাদী কলম

Sister Masala

নিশ্চিতের প্রতীক

গুঁড়া মশলা

অল্পতেই যথেষ্ট

সিষ্টার

স্বাদ ও গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

‘শনি’ ঘুরছে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাথার উপর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রাজস্থান হাইকোর্টের এক রায়ের প্রেক্ষিতে বিনিয়াদি শিক্ষকদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। রাজস্থান হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্টে বহাল থাকলে নিশ্চিতভাবেই গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায় কর্মরত বিনিয়াদি স্তরের শিক্ষকরা যারা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন-র গাইডলাইন মোতাবেক বি এড উত্তীর্ণ তারা বিপাকে পড়তে পারেন। তবে হাইকোর্ট এনসিটিই-র গাইডলাইনকে অনৈতিক আখ্যায়িত করে বাতিল করে দিলেও শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়েছে, শিক্ষার অধিকার অহিন-২০০৯-র ২৩ নং ধারার ২

নং উপধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বি এড ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফের

অবশ্যই তাদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর অর্জন করতে হবে। তবে গোটা বিষয়টি

ডিভিশন বৈধ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে (প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)-র নোটিফিকেশন (২৮ জুন, ২০১৮) বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তথা রাজস্থান হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি অখিল কুরেশি এবং বিচারপতি সুদেব বনসাল-র ডিভিশন বৈধ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এনসিটিই-কে কার্যত ধুঁইয়ে দিয়েছে। এনসিটিই ২০১৮ সালের নোটিফিকেশনে বলেছিলো প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক হতে হবে এবং অবশ্যই বিএড ডিগ্রি থাকতে

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

৯৭৭৭৪৪১৪২৯৮

৫৩ Shishu Uddyan Biplani Bitan A. K. Road Agartala 799001

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

সত্যের পথে ‘পারুল’ নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন !

ডিএলএড কোর্স করিয়ে চাকরি সুনিশ্চিত করতে পারবে। তবে বিএড ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বিএলএড কোর্স করতে হলে

এখন নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টের উপর। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজস্থান হাইকোর্টের যোধপুর বেঞ্চের মাননীয় প্রধান বিচারপতির

খরচ প্রায় ২৯ লক্ষ

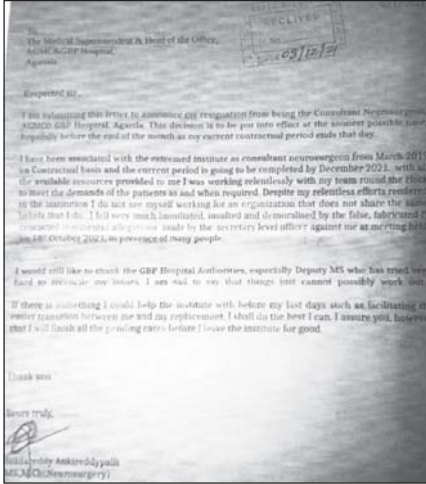
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্যের উন্নয়ন নাকি এখন কাগজে দৌড়াচ্ছে। খাতায়পত্রে কোথাও নির্মিত হয়ে যাচ্ছে সড়ক, কোথাও বসে যাচ্ছে ইট, কোথাও-বা দালান কোঠায় ভরে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে একটি ইটও পড়েনি গত প্রায় ৪৩ মাসে, সেখানে নাকি খরচ হয়েছে বহু লক্ষ টাকা। বিষয়টি নিয়ে জানাজানি হলেও রাজ্য সরকার না এর বিরুদ্ধে কোনও তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছে, না এ নিয়ে কোনও কথা বলছে। অথচ কথায় কথায় সরকারের বুলি এই সরকার স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছতার মাধ্যমেই যাবতীয় কাজকর্ম সাধিত হচ্ছে। অথচ বহু লক্ষ টাকার কেলেঙ্কারির কোনও হদিশ নেই এই সরকারের আসনে। এমনকী, পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে যে সোশাল অডিট করা হয় সেখানেও ধরা পড়ছে না এই জালিয়াতি। সব জায়গাতেই

ক্ষোভে, অপমানে ইস্তফা ডক্টর রেড্ডির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার থেকে লক্ষাধিক টাকা মাইনে নিতেন প্রতি মাসে। কিন্তু থেকেই পাঁচজন নার্সকে মাসিক ৫০ হাজার টাকা দিয়ে জিবিপি হাসপাতালের অপারেশন বিভাগে কাজ করাতেন তিনি। লিখিত না হলেও, মুখে মুখে ফেরা এই ঘটনা জিবিপি হাসপাতালে কোন পাতলেই শোনা যেতো। এ-হেন এক মানবদরদি চিকিৎসক রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ঘটনার

কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন ডক্টর সিংবা রেড্ডি। নিউরো সার্জারির দেবতুল্য এই চিকিৎসক সেবার অব্যাহতি চেয়েও পার পাননি।

সম্প্রতি জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট তথা হেড অফ সুপারের কাছে নিজের অব্যাহতি চেয়ে চিঠি দিয়েছেন ডক্টর রেড্ডি। এই চিঠির প্রতিলিপি দাফতরিকভাবে কয়েকটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এক শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে তুমুল অভিযোগ উঠতে শুরু করলো। ডক্টর রেড্ডি স্পষ্টভাবে নিজের চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, সম্প্রতি মহাকরণের একটি বৈঠকে সচিব পর্যায়ের এক আধিকারিক উনার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানানো অভিযোগ করেছেন। তাতে তিনি অপমানিত, লজ্জিত ও আহত হচ্ছিলেন বলেছেন। সরকারি বৈঠকে অনেকের উপস্থিতিতে মধ্যস্থিত হয়েছিলেন ডক্টর রেড্ডি।



ওঝার কেরামতিতে বিপদের মুখে রাজ্যবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা অগ্নি নির্বাপক এবং জরুরিকালীন পরিষেবা দফতরটি এখন যেন কার্যতই আশ্রয় এবং অপরাধজনীত দফতরে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দফতরটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অকাজে এবং অহেতুক দফতরে পরিণত করার পেছনে দফতরেরই কতিপয় কর্তৃকর্মী (১) কক্ষী-আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন। অন্তত এমনটাই জানাচ্ছে দফতরের সূত্র। যে কারণে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইড্রোলিক গাড়িটি স্থবির হয়ে থাকা। পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের হাইড্রোলিক গাড়িটি আজ তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা এমনকী ছয়তলার উপর পর্যন্ত বহিরে থেকে

অগ্নি নির্বাপক দফতর

হাইড্রোলিক মেশিনের সাহায্যে পৌঁছে যায়। শুধু অগ্নি নির্বাপকই নয়, জরুরিকালীন ভিত্তিতে আছে কিন্তু শুধুমাত্র একটি ব্যটারির সাততলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সম্মানীয় গ্রাহক ও প্রাধারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে একমাত্র **BRAND Ori-Plast** নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আস্থান জানাচ্ছি যে আপনারা **Ori-Plast** লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উপাদান নেই।

Ori-Plast is Ori-Plast

We have no any 2nd BRAND

Tool free number 18001232123 www.oriplast.com

বহুদিন ধরে। ফাইল আসে ফাইল যায়, কিন্তু গাড়িটির আর ব্যাটারি কেনো হয় না। গাড়িও চলে না। এই গাড়িটির প্রয়োজন কোনওদিনই না পড়ুক এটা যে কেউ-ই চান। কিন্তু কোনওদিন জরুরিকালীন ভিত্তিতে যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে এর অভাব পূরণ করার মতো দ্বিতীয় আর গাড়ি রাজ্যে নেই। একইভাবে এরাজ্যের বিভিন্ন দফতরকে কেন্দ্রেই অতি সাধারণ বৈরামতি জন্মা গড়ি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তা সারাইয়ের কোণও উদ্যোগ নেই। জানা গেছে, এই দফতরটিতে ভূত বাসা বেঁচেছে ২০১৯ সাল থেকেই। কিন্তু সেই ভূত আর তাড়িতে পারেননি দফতরের তৎকালীন ওঝা। বর্তমান ওঝা-র নাকি একই অবস্থা। অফিস আছে, চেম্বার আছে, গাড়ি আছে, পুলিশ

‘মাইনসে কই বে মরা জীবন রে’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৯ ডিসেম্বর।। গায়ক শিলাঞ্জিত-র একটি গান খুব জনপ্রিয়। ‘ও জীবন ছাড়িয়া যাস নে, তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে, মাইনসে কই বে মরা জীবন রে’। এই গানের প্রত্যেকটি শব্দ আসলে অনুভবের। আমাদের প্রত্যেকের জন্মেই সমানভাবে প্রযোজ্য। ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী শহরের একটি রেলস্টেশনে শুয়ে থেকে গানটির প্রতিটি অক্ষরকে সত্য প্রমাণিত করে ছাড়লেন। বয়স ৫৫-র এক লড়াই নায়ককে বৈচে থাকা এখন অসহনীয় যন্ত্রণার। জীবন। এই একটা শব্দের পেছনেই হাজার



হাজার বছর ধরে মানুষের অবর্ণনীয় লড়াই। একটু বৈচে থাকার জন্য, প্রাণের আনন্দে বৈচে থাকার জন্য, সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ‘জীবন’ নানা প্রশ্রুতি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক যেমন দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রজিৎবাবুর বৈচে থাকায়। সাড়ে আট গভার বাড়ি, চার ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। বিয়ে করেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নিজের একমাত্র পুত্রসন্তানকে ভাড়া গাড়ি চালিয়ে এবং পরবর্তীকালে নিজে গাড়ি কিনে, সেটি চালিয়ে দিনভর পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়েছেন।

দুর্বল হচ্ছেন পাতালকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। পাতালকন্যার দল এখন কোথায় বা পাতালকন্যা কি অবস্থায় আছে, এই নিয়ে বিজেপি সমর্থিত নানান মহলের যে বক্তব্য তাতে বুঝা যাচ্ছে পাতালকন্যার সঙ্গে মথা প্রধান বুবাথার যে লড়াই তাতে মথা ভাঙছে এবং মথার একটি অংশ এসে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা মথা এবং পাতালকন্যার তত্ত্ব জানেন তারা বুঝেছেন খুমলুঙ-এ বুবাথার ওপর হামলার ঘটনায় পাতালকন্যার সংগঠন এখন থরহরি কম্পমান। পাতালকন্যার দলে এখন চলছে ছত্রভঙ্গ অবস্থা। ঘটনা হল রাজ্যে উপজাতি রাজনীতিতে এখন চলছে আইকন নির্মাণের খেলা। বুবাথার আইকন, তিনি রাজা। তার পেছনে সবাই দেবজ্ঞানে ছুটছে। আবার রাজাও ছুটছেন। কিসে ছুটছেন তার বিচার হচ্ছে না। তিনি ভাবছেন এই সওয়ালি খোড়া কিংবা হাতির। বাস্তবে এই সওয়ালি বাঘের। তাই তিনিও ধামতে পারছেন না। বাঘ ছুটে ছুটে একেবারে গিয়ে পাতালকন্যার সমাবেশের সামনে থামলো, যেখানে ভাঙা হল তার গাড়ি। তার সিকিউরিটির গাড়ি। নিগৃহীত হলেন বুবাথার। কীদলেন বুবাথার। আবার সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে পাতালকন্যার বিরুদ্ধে মিছিল হল সারা রাজ্যে। পাতালকন্যাকে বলা হল হিজড়া। রাজার জয়ধ্বনি দেওয়া হল। আর পাতালকন্যার অনুগামীরা তাকে লুকিয়ে রেখে প্রচার করলেন তিনি নাকি কলকাতা চলে গেছেন। পরে জানা গেল কলকাতা যাননি। আগাগোপনে ছিলেন ত্রিপুরাতেই। কথা হল— পাতালকন্যা নিজেও বুবাথারের সওয়ালি করছেন। তার বাঘের আকৃতি বুবাথার তুলনায় কম হলেও বাঘ তো বাঘই। এ কথা ঠিক যে পাতালকন্যারও অল্প অনুগামী রয়েছে গেছে, যারা তাকে মিথ্যে ভাবে। মিথ ছিলেন দম্ভরথ দেব। এবার সেই মিথ বানানোর চেষ্টা হচ্ছে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মাকে। একইভাবে মিথ বানানো হয়েছে পাতালকন্যাকে, যদিও বুবাথার তুলনায় তার ফলোয়ার সংখ্যা কম। আগরতলা সংলগ্ন কিছু এলাকায়, খোয়াই ও তেলিয়ামুড়ায় রয়েছে

পৃষ্ঠা ৬

৪০ হাজার বছর ধরে সব ভারতীয়-র ডিএনএ এক, দাবি মোহন ভাগবতের

গণধ্বংসে কঠোর সাজা ১৩ জমের ২০ বছরের কারাদণ্ড

রাজধানী সহ সকল বাতানুকুল ট্রেনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় কৃষকদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় : মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ

ত্রাণ তহবিলে ৫১ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত কৃষি আধিকারিকদের সাথেও রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রের সাফল্য, অগ্রগতি ও বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষক কল্যাণে নিযুক্ত আধিকারিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রাথমিক ক্ষেত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার অন্যতম করিগর। রাজ্যের কৃষি আধিকারিক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের আশ্বাসস্বস্তির উদ্দেশ্যে উঠে প্রাথমিক ক্ষেত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে মনোনিবেশ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির বদলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব

দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে গবেষণা-সহ সফল কৃষকদের সাথে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির নয়। কৌশল নিরূপণ করা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী স্থির করা নির্ধারিত লক্ষ্যে কতটা সাফল্য আসছে তা নিরূপণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে ধানের প্রতি কেজি সহায়কমূল্য হতে চলেছে ১৯ টাকা ৪০ পয়সা। প্রতি মাসে কৃষকদের আয় ৬,৫৮০ টাকা থেকে বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১১,০৯০ টাকা। কৃষক কল্যাণে বর্তমানে গুচ্ছ প্রকল্পের সফল হিসেবে এখন আর জমি পতিত থাকছে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

ছয় মাস পর মৃতদেহ সংকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বিজ্ঞান এই দাবিকে ন্যায্য করবে। কিন্তু ধর্মের কাছে যদি বার বার এসে কেউ পরাজয় স্বীকার করে, তাহলে সেটি বিজ্ঞান-ই। মৃত্যুর ছয় মাস পরও মৃতদেহ রয়েছে গেছে। গত জুলাই মাসে মৃত্যু হয়েছে এবং আগামী জানুয়ারি মাসে দাহ হবে। মগ সম্প্রদায়ের এক ধর্মগুরুর প্রয়াণ নিয়ে এখন তেলপাড় দক্ষিণ জেলার বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণ। ঘটনাটি রবিবার প্রকাশ্যে আসতেই,

দিনভর সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানের কাছে ধর্ম নতজানু, না ধর্মের কাছে বিজ্ঞান? লৌকিক এবং অলৌকিকতার মধ্যে কত যোজন মাইলের দূরত্ব তা এখনও হালফ করে বলতে পারেননি কোনও বিজ্ঞানী। ঠিক একইভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অ বিশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কত হাজার মাইলের, তাও অনুমান করা যায়নি আজ পর্যন্ত। রবিবার সকালে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার কাছে এমন একটি ঘটনার প্রমাণাদি এলো, যা হাড়ে হাড়ে প্রমাণ করে বৈচে থাকা আসলে প্রতিদিনের নতুন অভিজ্ঞতা। এদিন রাজ্যের দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া মহকুমার ঋষামুখ ব্লকের অন্তর্গত রত্নগিরি বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণের এক ঘটনা রাজ্যবাসীকে চমকে দেবে। এই প্রাঙ্গণেই বর্তমানে নিখর অবস্থায় শায়িত অবস্থান মগ সম্প্রদায়ের

ফেব্রুয়ারিতেই থার্ড ওয়েভ!

হায়দরাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর।। করোনার তৃতীয় ঢেউ আসবেই। সাফ জানিয়ে দিলেন জাতীয় কোভিড সুপারমডেল কমিটির প্রধান তথা আইআইটি হায়দরাবাদের অধ্যাপক এম বিদ্যাসাগর। কার্যত দিনক্ষণও জানিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘ওমিক্রনের হাত ধরেই করোনার থার্ড ওয়েভ আছড়ে পড়বে দেশে। এই মুহূর্তে দেশে গড়ে রোজ সাড়ে সাত হাজারের মতো কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট আসছে। কিন্তু করোনার নয়া ভারিয়েট ওমিক্রন একবার ডেল্টার জায়গা নিলেই হু হু করে বাড়তে সংক্রমণ।’ আগামী বছরের শুরুতেই দেশে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে জানান তিনি। ফেব্রুয়ারিতে তা শিখর ছোঁবে সম্ভবত। তার মানে আবার ডেল্টা বিপর্যয়ের মতো মুভ্য মিছিল? হয়ত না। আশাস দিয়েই তিনি বলেছেন, ‘ওমিক্রনের দ্বারায় তৃতীয় ঢেউ এতোও তা হায়ত দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো মারাত্মক হবে না।’ দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৪ লক্ষ দৈনিক সংক্রমণের সাক্ষী থেকেছিল দেশ। তবে বিদ্যাসাগরের দাবি, তৃতীয় ঢেউয়ে খুব বেশি হলে এর অর্ধেক হবে

নিট জালিয়াতি : বারাণসীতে গ্রেফতার শিবনগরের তপন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ছেলেকে প্রতারকদের মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দিতে গিয়ে উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার হয়েছেন শিবনগরের তপন সাহা। আগে থলাইয়ের বাবা-মেয়ে আটক হয়েছিলেন। সেই গ্যাং-র ত্রিপুরার এজেন্ট মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ, তপন সাহাকে ‘ব্যবস্থা’ করে দিয়েছিলেন। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর পুলিশ কমিশনারেট নিট-এ কোনও পরীক্ষার জায়গায় অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষায় উত্তর লেখানোর ব্যবস্থা করা নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তদন্ত করছে। সেই তদন্তের জেরেই তপন গ্রেফতার হয়েছেন।



১২ সেপ্টেম্বর এক ডাক্তারি ছাত্রী ত্রিপুরারই এক মেয়ের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে গিয়ে ধরা পড়েন। তাকে জেঁরা করে এক গ্যাং-র খোঁজ পাওয়া যায়। সেই গ্যাং-র

কিংপিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তপন সাহাকে গ্রেফতার করা ও জেঁরার পর। এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরোজন গ্রেফতার হয়েছেন। গ্যাং-এ একাধিক ডাক্তার জড়িত আছেন। তপন সাহাকে গ্রেফতার করেছে সারানথ থানা। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট এন্ট্রাল টেস্ট(নিট)-এ জালিয়াতির অভিযোগে ত্রিপুরার এক ওষুধ ব্যবসায়ী এবং তার মেয়েকেও গ্রেফতার করেছে বারাণসীর পুলিশ। বাবাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে এবং মেয়েকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। বারাণসীর পুলিশ কমিশনার এ সতীর্থ গণেশ বলেছেন, ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

হিংসা নিয়ে উচ্চ আদালতের মামলায় সময় চাইল সরকার

ভিত্তাবাদী ককম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।
 প্রিপুরা হিংসাবৃত্ত ঘটনা নিয়ে প্রিপুরা হাইকোর্টের নেওয়া স্বতঃপ্রসূত মামলার সময় হাইল সরকার আদালত তদন্তের অবস্থা, হিসাবস্বাক্ষর ঘানায় যারা জরীকা কিংবা নাসন্দ হারিয়েছেন, কী পদ্ধতিতে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিণাম দিক ককম হয়েছে, ইত্যাদি নিয়ে হরফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল ১৯ নভেম্বরের নির্দেশে। সরকার উকিল অমৃতিকা চক্রবর্তী আদালতের নির্দেশ মানার জন্য সন্ধ্যা চেয়েছেন। আদালত হলফনামা দাখিল করার জন্য আরও দুই সপ্তাহের সময় দিয়েছে। আরও মামলাটি ২১ জানুয়ারি উঠবে আদালতে। ২৬ অক্টোবরে উত্তর জেলার পানিগারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ডিএইচপি) বাংলাদেশে দুর্গাপূজার সময়ে সান্দ্রাদায়ক গুণগোপনে রিকয়েড মিছিল বের করে। সেই মিছিল চলার সময়ে সান্দ্রাধারের সম্মেলন, উপাসনার জায়গা আক্রান্ত হয়। দোকান আওনে জালিয়ে দেওয়া হয়। কাগজে সেন্স খবর বের হলে আদালত স্বতঃপ্রসূত মামলা নেয়। সান্দ্রাধারের, বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেছে আদালত। আদালতে ২৯ অক্টোবর তারিখে রাজের আ্যভাভে ফেরে (কোমোডো) পানিগারে, যে, “২৬ অক্টোবর উত্তর প্রিপুরা জেলার পানিগারে মকুমায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি প্রতিক ভ্রমায়তে করে। ৩৫০০ লোক অংশ নিয়েছিলেন। জমায়েতে অংশ গ্রহণকারী পানিগার, রৌয়া অঞ্চলে মিছিল করে দামছড়া রাস্তার দিকে যান। উত্তর প্রিপুরা

জেলা পুলিশ প্রয়োজনীয় পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছিল। প্রতিবারে মিছিল চলাকালে উত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে সন্দেহ হয়। অভিযোগ ও গোষ্ঠীর অভিযোগ করে উভয় গোষ্ঠী। দুইটি মামলার নম্বর, ইত্যাদি দিয়ে আড্ডাভোকেট জেনারেল জানান, এক্ষআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে মুসলিম গোষ্ঠীর বিত্যাঁড়ি দফতর পুড়েছে, তিনটি ব্যক্তি হতাহত করা হয়েছে। সমাজদে বন্দি করার অভিযোগও করা হয়েছে। সম্পত্তি চুরি করা এবং মহিলাদের মীলতহানি করার অভিযোগও এসেছে। পাল্টা অভিযোগেও এক্ষআইআর-এ বলা হয়েছে জমায়তকে গালাগালি করা, মারাত্মক পরিণতি হুমকি দেওয়া এবং শাস্তিপুঁ মিছিলে আক্রমণের কথা। সামাজিক মাধ্যমে জাল ফটো, ভিডিও দিয়ে ভুলোয় খবর ছড়ানোর অভিযোগ জানিয়েছেন আড্ডাভোকেট জেনারেল। তাছাড়াও, বালাদেশে দুর্গাপুজার সময়ের ঘটনার পর বিভিন্ন থানা সারের কিছু মামলা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে আড্ডাভোকেট জেনারেল। কীকডাবন, টাঙ্গাজলা, থানাগে,বিলালগড়,পূর্ব আবগরতলা পোলায় মেওয়া মামলার উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব মামলায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে, এবং দুই জনকে আটক করা হয়েছে। আদালত সেদিন নির্দেশ দেয়, হিসা আটকাতে আগাম ব্যবস্থা কী করা হয়েছে, অথবা সম্প্রদায়িকতা আটকাতে পরিকল্পনা কী তা জানিয়ে হেফসফামা দিতে তার পর ১৯ হেফসফামা আদালত আবার হুমকি মামলা দিতে বলে। সরকার সময় চেয়েছে। গত শুক্রবার উল্লেখ্য, ত্রিপুরাস সপ্তাহিক অতিথি

মোম কোনও হিসাবখর ঘটানাই
হয়নি বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে
নতুন ভবন মাঠে। এই মন্ত্রক
আইনজীবী ও সাংবাদিকের নামে
মামলা করা হয়, দুই সাংবাদিককে
গ্রেফতার করা হয়। ভুয়েয়া খবর
ছড়ানোর, দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব
লাগানোর অভিযোগ আনা হয়।
তাদের বিরুদ্ধে এই নিয়ে সারা
দেশে প্রতিক্রিয়া জারি হয়, অনেক
সহস্র প্রতিবাদ তায়। পানিশাখর
গ্রেফতারের ঘটনায় স্বতঃপ্রবৃত্তি
মামলা নিচ্ছে। দুই মহিলা
সাংবাদিক প্রথম দিনে জামিন
পেয়ে যান। তারা পরে জামিন
কোর্টে গেলে, আদালত তাদের
বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া স্থগিত করে
একাধিক আইনজীবী এবং
সাংবাদিকসহ অনেকের বিরুদ্ধে
ইউএপিএ ধারায়ও মামলা নেওয়া
হয়। আইনজীবী ও সাংবাদিক
সুপ্রিম কোর্টে যান, সবোচ্চ
আদালত তাদের গ্রেফতার করা
যাবে না বলে দিয়েছে। দুই মহিলা
সাংবাদিক তখন অত্যাচার পেয়ে
গোয়েন, যখন জাতি সম্পৃক্ততামন্ত্রী
সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে
বলেন যে সাংবাদিকরা রাশিষ্ট
দলের হয়ে এসছেন। রাশিষ্ট তৈরিক
করার চেষ্টা করছেন। এমনকী তারা
এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষদের
সংগঠিত করছেন বলে তিনি মন্তব্য
করছেন। পানিশাখর ঘটনায়
বিজেপির এক যুবনেতা, বিধায়ক
পরিষদের কর্মী রানু দাস প্রধান
অভিযুক্ত বলে নিউজল্যান্ড খবর
করেছে। তার ভাইও বিজেপি নেতা।
তারা বৌদি পানিশাখর পূর্ব স্বত্বাধার
কব্রী ছিলেন, তেমন লেখা হয়েছে।
খবরে দেখা যায়, পুলিশ গ্রেফতারের
কর্তব্য, তবে তিনি নিউজল্যান্ডকে
সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

আক্রান্ত
নামলো ৫-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর
করোনা আক্রান্ত হলো আরও
জেন। তার মধ্যে তিনজন গেমতী
এবং দু'জন পশ্চিম জেলার
রিবার স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে-
২৪ ঘণ্টা ২ হাজার ৪৪৪জনের
সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। তাদের
মধ্যে ৩জন আর্টিসিটিসিয়ার
পদ্ধতিতে পজিটিভ শনাক্ত হন।
বাকি দু'জন আফগিস্তানি স্টেটে
২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন-
১১জন। রিবার সানা পর্যন্ত রাজ্যে
৫৯জন করোনা আক্রান্ত
চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।
এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭
হাজার ৮১জন পজিটিভ রোগী
শনাক্ত হয়েছে। এই সময়ে মারা
গেছেন ২৪৪জন।

দুঘটনায়
আহত
পাঁচ যাত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৯ ডিসেম্বর। নাইটসুপার এবং অটোরিকশার সংঘর্ষে ঘায়েলান যাত্রীরা আহত হয়েছেন। চুরি হয়েছিল থানানিধি ৮০০ জাতীয় চলচ্চিত্র সড়কে শনিহত। এলাকায় এই নিয়ন্ত্রণ। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদাদি চলচ্চিত্র টিআর০৫-২৯১৬ নম্বরের অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে শনিহত। এলাকায় যাচ্ছিল। বাকি নিতে গিয়ে গুণাহাট থেকে ফেরা আসা এসএস০১এলসি১৪২২১৬ নম্বরের নাইটসুপার বাসের সাথে সংঘর্ষে আহত।



সম্বন্ধে ঘটে। বাসটি সুবৃহৎ বৃক্ক নিয়ে
আটোটিকে রক্ষা করে একেবারে
রাস্তার পাশে চলে যায়। তা না হলে
অনিষ্ট দুর্ঘটনাত্মক আরও বড় ধরনের
বিপত্তি ঘটতে পারতো। দুটি গাড়ির
সম্বন্ধে আটোতে থাকা ৫ জন যাত্রী
আহত হন। যাদের মধ্যে
আটোচালকও আছেন। আহতদের
উদ্ধার করতে পনিছড়া হাসপাতালে
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক
অবস্থার অবনতি দেখে
কয়েকজনেরকে জেলা হাসপাতালে
স্থানান্তরিত করা হয়। শেষ পর্যন্ত
আটো চালককে জেলা হাসপাতালে
থেকে শিল্পক্ষেত্রে ফেরানো হয়েছে।
বলে খবর। দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন
ফরমান আলি, শাবানা বেগম,
সুনামা বেগম, অপরূপা বেগম এবং
হাসান উদ্দিন। অপরদিকে বাস
চালক নরেশ দিগে'কে আটক করেছে।
চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশের বাড়ি ভাঙে ছাই দিল নেতারা

ভৈরবদ্বী কলম প্রতিনিধি,
আগন্ততলা, ১৯ ডিসেম্বর। উয়
পক্ষ যখন কেউ কিসের প্রস্তাব
মেনে নিতে পারছিলেন না ততই
যেন স্নোড বাড়তে থাকে
মধ্যাহ্নতকারী হিসেবে উদ্ভিষ্টি
হওয়া পুলিশাব্যবস্থার কাণ
ঝামেলা যত বাড়বে তাদের পক্ষে
ততই পক্ষ হাজার সুখোঁ পাঠকে।
এই পক্ষ তাগ প্রতিক্রিয়া চলে
রাখার জন্য পুলিশকে চালা
হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তবে
পুলিশাব্যবস্থা এ সহজে অনুর
মত হবে না। তাই এই পক্ষে
মধ্যাহ্ন তর্কবিতর্ক তাই বাড়ছিল
পুলিশের পক্ষে সুখোঁ হায়ে যায় উয়
ক্ষেত্রে সুখোঁ আনোরে কিন্তু শেষ
ফল তাগে তারই উদ্দেশ্য পূরণ
হানি। কারণ, তাগে বাড়তে
ছাই দিয়ে দেন শ্রমিক নেতারা।
সামনের মনোভাবের সাগরমহলের
রাযব একটি ছোট গাড়ির সাথে
বাসে সাথ্যে যাচ্ছে। উই বাসের
পিকনি করতে গিয়েছিলেন
হাফমের সুন্দোজার কমিউনি
সংলগ্নে নোভারের নীটী।
টিআরওবিপে ২৫৪ নম্বরের
ছোট গাড়িও পিকনির উদ্দেশ্যে
যাচ্ছে। কিন্তু ছোট গাড়ির সাথে
আশে পাশে থাকা ক্রিপ্রস্ত হওয়ায়
দিনভর উয় পক্ষে সাথো কাড়া

হেঁদে থাকে। সন্ধ্যা ঘনিষ্ঠে আসার পর সেই বামেন্দা চলে আসে থানা পল্টে। কানো এই পদে আসার পক্ষে দোষারোপ করতে থাকে এই ঘনিষ্ঠার জোয়। বাস চালকের দাবি ছিলো, ছোট গাড়ি চালকের ভুলেই কানোই যে গাড়ি চালিয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় বাসের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাই ছোট গাড়ির চালকও নিরাপত্তাধর্মের বিষয়টি মানিয়ে নিতে পারার ভিত্তিতে। তিনি জানিয়ে দেন বাস চালকের বিরুদ্ধে মামলায় যাবেন। অপরাধের, বাস চালক পক্ষেই কথা বলতে থাকেন। তাই পুলিশেরও সুবিধা হয়ে যায় দু'পক্ষের বামেন্দার মতো নিজেদের উদর পূর্তি করার। অভিযোগ, মোলোবর থানার পুলিশের তরফ থেকে এই বামেন্দা মিটিয়ে (নেওয়ার জন ৪০ হাজার টাকার রফার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কানো পকেই এতে রাজি হচ্ছিল না। তাই পুলিশাবলুরও রফার অঙ্ক কিছুটা কমিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।) হেঁদে বাস চালক প্রথম থেকেই রফার প্রস্তাব চাননি, তাই পুলিশের জন্য কাজটি অনেকটাই সহজ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই ঘনিষ্ঠার রফা হলেও পুলিশের ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা হয়নি। কারণ

শিল্পের খাতায় প্রচেষ্টা জল
নেতাল হেতু স্থানীয় শ্রমিকরা
তোলা। মনু বাজার থেকে আসা
বাস চালকের পক্ষে কথা বলতে
দেখা যায় শ্রমিক নেতাদের। তাদের
উদ্দিষ্টভাবে থানাতেই মীমাংসা
হচ্ছে। গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির অর্থ
ভাগাভাগি করে নেওয়া হবে। অর্থাৎ
বাসের ভরবে থেকে গাড়ি সাধারণের
জান খবর করে ৪০ শতাংশ অর্থ
প্রদান করা হবে। আর ৬০ শতাংশ
অর্থ দিতে হবে ছোট গাড়ির
চালককে। এদেরকে বালোরা
জলের দীর্ঘ সময়ে ধরে সাগরমহল
চত্বর এবং পরে মেলাঘর থানার
সামনে হইচই চলতে থাকে।
দুপক্ষে পকিনের পাণির লোকজন
থানার সামনে এসে ভিড় জমায়।
শেষ পর্যন্ত শ্রমিক নেতাদের
হস্তক্ষেপেই বামোলা মিটেছে। এখন
প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কিভাবে বালকদের
অর্থের নিয়মিত রক্ষা করে নেওয়ার
প্রচার বিলম্বিত? প্রশ্ন এবং উত্তরে,
নেতার থানায় এসে কিভাবে ঘটনাক্রম
থানায় কবোলা? যেহেতু চালকরা
মীমাংসা এসেছিলো, তাই আইনি
পথেই বামোলা মীমাংসা করে
কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ এবং নেতার
মিডোবে আহিরকে ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে
যেভাবে ক্ষমতা প্রদান করেছেন
তা নিয়েই সমালোচনা চলছে।

বন দস্যু ও বালি মাফিয়াদের দৌরাভ্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
প্রফটিকরায়ী, ১৯ সৈম্ভেরন।
প্রশান্তনিধি আবাস যেকোনায়
বরদাঞ্চর ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাস
প্রশজনীয় সামগ্রীগুলির
আকাশছোঁয়া মূল্য নাহেহল
সাধারণ নাগরিকরা। কেননা ঘর
নির্মাণের ক্ষেত্রে উইট, রট, সিমেন্ট,
বালি অত্যধিক মূল্যে নাহেহল
ঘর প্রাপকরা। এক্ষেত্রে একাংশ
স্বার্থায়েবী মল্ল নাজিয়ের মতো
কর প্রবাসা চাচিয়ে গেলেও
প্রশান্তনিধি কর্তারা কুত্বচিহ্নায়
আহেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন
মূল্য ও ছড়া থেকে করিডর বাবিনে
বিভিন্ন আংশক বাসাসী আশয়ে বালি

উত্তোলন করছে। উনকাটি জেলার নরীখৈ থেকে অব্যাহে অর্ধ উপায় বাসি তোলার পদ্ধতিয়াগীত চলছে। কিন্তু বন দফতর নীরব প্রশংসা পালন করছে। সাধারণ ভূমিকান ও এসব ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ রেখেছে। তাই তো বাসি উত্তোলনকারীরা নিজের পন্থা খুঁজতে দাম ধার্য করছে। একে তো বঁাকাপেচ বাসি উত্তোলন করা হয় আর অব্যাহে বঁকা বাজার মূল্যের চাইতে অনেকটা বেশি দুর্য। অসহায় নারিকটা বাসি কাকাছাই এলাকা বাসি পেয়ে যাচ্ছেন বলে প্রতিবাদ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না। তাপেকের

বাড়তি মুন্সাই বলি কিনিত
হেজো। অন্যকিৎ, উনেকোত
হেজোর লৈসাহর থেক
ফিক্করায় হয়ে কলপপুর বহিাপাশা
বহিৎ জাতীয়
সম্প্রসারবের কাজ নতুন কয়ের
চলছে। এতে রাষ্ট্র প্রশস্ত করার
ফলে যে মুন্সাই গাছ
হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয়
নির্মাণে দু'নম্বরী কাজের
অভিযোগ উঠছে এলাকাবাসীর
বিশেষ। সবচেয়ে আবার
তবে, বিভিন্ন রাস্তার পাশে
মুন্সাই গাছ কেটে রাখা হয়েছে
সুন্দান গাছ বঁকাপথে বিস্তার
দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

জাতীয় সড়কে উদ্ধার ইয়াবা ট্যাবলেট-সহ স্বরূপিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
রানিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর ॥
আসাম আগরতলা সড়কে আবারও
বাজেয়াপু নেশা ভর্তি একটি গাড়ি।
তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলা
আসার পথে একটি স্বরপিণ্ড গাড়ি
আটকে পুলিশ উদ্ধার করলে। প্রচুর
পরিমাণে উত্তেজক নেশা সামগ্রী।
কিন্তু টিআর-০১-এইচ-০৬৪৮
নম্বরের স্বরপিণ্ড গাড়িটি আটক



দিক থেকে আগরতলায় প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী আনা হয়েছে। গাড়িটি সংবাদ আশ্রমের কাছেই পার্ক করা ছিল। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে গাড়িতে তল্লাশি শুরু করে। গাড়ির ভেতর দুটি প্যাকেট দেখা যায়। প্যাকেটগুলির মধ্যে পাঁচটি ছোট ছোট রঙিন কাগজে মোড়া বাস্তিল ছিল। এগুলি খোলার পরই ২০

“ধর্মঘটে ভোগান্তি
সাধারণ মানুষের”

ভেসে বিলজ, আগতলা, ১৯
 অবসর। ইউনাইটেড ফোরাম
 ভিসিবল ইউনিটেরন থাকে
 বৃহৎপতি ও গুরুবার গোটা দেশের
 সাথে বাজাও দুদিনের ব্যান্ড
 ধর্মযাজক শামিল হয়েছিল
 রাজ্যের সরকারি, আঞ্চলিক ব্যান্ড
 কর্মীরা। ফলে ভোগান্তির শিকার
 হতে হয় রাজ্যের শাধারণ
 মানুষকে। রবিবার আগতলা
 টাউন হলে আয়োজিত ত্রিপুরা
 রাজ্য কৃষি মাতক সমিতির ১০ম
 দ্বিবার্ষিক সভা সম্মেলনে বক্তব্য
 রাখতে গিয়ে এ নিম্নে অসহযোগ
 ব্যান্ড করেন মুখামন্ত্রী বিপ্লব কুমার
 দেব। মুখামন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা,
 নিষেধাজ্ঞার দাবি দাওয়া আদায়
 করার জন্য দাবি সনদ পেশ
 কতৃ পক্ষের সাথে সাক্ষাৎ-সং
 আধিকার পথ রয়েছে। দাবি
 আদায়ের নামে প্রতিষ্ঠান বা
 পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া, এই
 ধরনের কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবেই
 প্রশংসা দেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের
 বিচারকে হেপেিয়ে তুলে ধর্মযাজক
 মতো জনদুর্ভোগকারী কর্মসূচিতে
 ঢোলে দেওয়া হচ্ছে। এই ধর্মযাজক
 ককে কি লাভ হয়েছে, তা নিয়েও
 প্রশ্ন তোলে। মুখামন্ত্রী বলা বাহুল্য
 দুদিনের ব্যান্ড ধর্মযাজকের ফলে
 সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়
 মানুষকে। যথার্থবেগে পড়ছিল প্রায়
 এটিএম পরিবারেও।

অ্যাডভান্সড
রেডিওথেরাপি
ট্রিটমেন্ট
পরিষেবা প্রদান

প্রেস রিলিজ, আগস্টতলা, ১৯
 ডিসেম্বর। অতীত বিহারী বাজারের
 ফিজিওথ্যাল সার্জের স্যার
 ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫০ জন
 কানাসার রোগীর বিনিয়র
 আকসিলারেটর মেশিনের মাধ্যমে
 অ্যান্ড ভান্ডল রেডিওথেরাপি
 ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। প্রেক্ষাপ
 কে মাইতির তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত
 ১০২ জন অগ্রিমআপাটি এবং ৮৮
 জন থ্রি-ডি সিআরটি পরিষেবা লাভ
 করছেন। অতীত বিহারী বাজারের
 ফিজিওথ্যাল সার্জের স্যার
 মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডা.
 গৌরম মজুমদার রেডিওথেরাপি
 ট্রিটমেন্ট এন্ড শ্রমসাধ্য পরিষেবা
 প্রদানের জন্য এবং কয়েক প্রতি
 অদমা স্পৃহাকে অভিনন্দন
 জানিয়েছেন। উল্লেখ্য
 রেডিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট ১০
 রেডিয়েশন অফেলিসিটি, পাচন
 মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট ও আটল
 রেডিওথেরাপি টেকনোলজিস্ট
 কর্মরত রয়েছেন। আইএমআরসি
 এবং
 কনসার্ট ক্যান্সার দুইয়ের পাঠ্যমা

কর্তার হুঁলিয়ার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ



হেতিবাদী কাম প্রতিনিধি,
শান্তিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর। বন
দফতরের তৃণলব্ধি সিন্ডিকেটের জেরে
বিপাকে বালি বোঝাবোকারী যান
চালকরা। এর প্রতিবাদে জাতীয়
সড়ক অবরোধে বসে পন্যাবাহী যান
চালক ও শ্রমিকরা। ঘটনার বিরুদ্ধে
অন্য যান, শান্তিরবাজার মহকুমার
অন্তর্গত জেলাইবাড়ীর বালি
বোঝাই গাড়ি ওলি প্রতিনিয়ত
কাকুলিয়া বন দফতরের রেঞ্জার শিবু
দাস দ্বারা হেনোজর শিকার হতে
হচ্ছে বলে অভিযোগ। বালি
বোঝাই যান চালকরা জানান,
বিগত দিনে বালি বোঝাই করে এক
জায়গা থেকে অন্য জায়গায়
যাতায়াতের জন্য বন দফতর থেকে
ভাট্টা নিয়ে কটোলে হতে থাকে চার
ঘণ্টা সময় দেওয়া হতো। শুধুমাত্র
জেলার বন দফতর অধিকারিক

সেই সময়সীমা কমিয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা করেছেন। বালিওলি থেকে লোকাল কেন্দ্র। থানিকদূর দেওয়া য়েই তাহলে ৩০ মিনিট সময় এবং বাইরে কোনো গ্রাহককে দিলে এক ঘণ্টা সময় দেয়া হচ্ছে। এতে করে বালি বোঝাই নদন চালপরা ও শ্রমিকরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। সন্দেহ নেই। সন্দেহের অভিমুখ, নদ দফতর থেকে ভাট্টাইল কেটে নদীর ঘাটে গিয়ে গাড়িতে বালিবোঝাই করতেই নদ দফতরের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময় বালি বোঝাই করে নিতে গেলেই রেঞ্জার শিবু দাস গাড়ি আটক করে রাখছে। যান চালকদের অভিযোগ, জেলাইবাড়িতে একটি মাত্র বালি তোলার লাইসেন্স রয়েছে যার মধ্যে উনার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বালি নেই। অন্যত্র থেকে

বালিবোবাই করতে গিয়েও
সহরের অসুবিধার সম্মুখীন হতে
হচ্ছে। বর্তমানে সারা রাজ্য জুড়ে
ব্যাপক পরিমাণে প্রথাগত অজ্ঞেয়
যোজনার ঘর দেয়া হয়েছে
সঠিকভাবে বালি সরবরাহ না হলে
ঘর নির্মাণে সকলকে বিবেশ্য
অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই
সরকার চাইছে এই বিষয়ে রাজ্য
সরকার যেন নজর দেয়। অব্যবসায়িক
পরবর্তী সময় বন দফতর থেকে
শ্রমিক ও যান চালকদের জানানো
হবে আগামীকাল জেলা বন
আধিকারিকের উপস্থিতিতে সমস্ত
বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এরপরই
শ্রমিকরা ও যান চালকেরা পথ
অব্যবসায় মুক্ত করে। এই সমস্যার
সমাধান না হলে আগামী দিনে
সারা ও বৃহত্তর আন্দোলন শিলে
হবেন বলে শ্রমিকরা জানিয়েছেন।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব

আমবাসায় বসছে ঐতিহাসিক চাঁদের হাট

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি,
আনন্দবাস, ১৯ ডিসেম্বর। চাঁদের
হাট সপ্তকে চলেছে আনন্দবাস।
আগামী ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর
গোটা বিশ্ব যখন মেরি ক্রিসমাস
উদ্‌যাপনের আনন্দে উবেলিত
থাকবে তখনই দশমী সাড়া মাঠে
বসবে রাজ্যের বুকে হিহাফ।
সুস্টিকারী এক বিশাল চাঁদের হিহা।
অন্তত ৪ থেকে ৫ জন কনস্ট্রাক্টর মন্ত্রী,
মিনিস্টার রাজ্যের বেশ কয়েকজন
ভািন্দর সেই সাথে বলিউডে সাড়া
জগানো প্লে ব্যাকার গায়িকা
আর সকলের মধ্যমণি হয়ে রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব।
উপলক্ষ প্রিয়ুরা রাজ্য ভিত্তিক
আজাদিকা অমৃত মহোৎসব
উদ্‌যাপন। আর এই মেগা

হাইড্রক্সের উদ্ভাবন হচ্ছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদদের দায়িত্ব ত্রিপুরা। ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিরা রোয়ক নিয়ে বাপিয়েছেন আম্রাবাসার বিধায়ক পরিমলা দেববর্মী। রবিবার এই নিয়ে সাংসদ ও বিধায়ক আম্রাবাসার বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি প্রস্তুতি মিটিং করেন। জানা গেছে, দুই দিনব্যাপী মহোৎসবের উদ্বোধন করবেন রাজেশ্বর মুখার্মী। বিপ্লবাবাসার কুমাংর দেব। কেল্লার মস্ত্রীদেব মধ্যো কুমার। কারা আসছেন তা নিশ্চিত করে এখনো জানা না গেলেও কারা গেছে কাম্বীর থেকে ধারা ৩৭০ ও ৩৫ ৫ বাতিদের ধারা সসদে ভাষণ দিয়ে গোটাদের হাম্র জয় করে নেওতা লাণাখের

তরণ শাসন জামিয়ায় শেরের নামেগেল আসছেন এই মেগা ইভেন্টের শোভাবর্ণনে। দুই দিনের দিনের প্রথমে ভাগে মেলা স্বাস্থ্য শিবির, কৃষি ভিত্তিক কর্মশালা ইত্যাদি কর্মসূচি ও সচেতনতা মূলক জনসংস্কৃতির পর অপরূহ থেকে সাস্কৃতিক অনুষ্ঠান ডাউ কুন্সলিং সাহায্য মতো রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি আসছেন বলিউদ আলি, অম্বো শিল্পের মতো সমল ডা জয় করা দস্তেবাজ উদ্যোক্তারা এখনো দ্বৈতা করছেন জুবিন নটিয়ালকে পাওয়ার জন্য। আর রাজ্যের সবচেয়ে পরিচিত পড়া জোয়ার বুকে সবচেয়ে বড়ো তারকা মেগাশোখ ধারণ করছে এখন বিবাহের প্রস্তুতি নিচ্ছে দশমীয়া মাঠ।

পাতিবাড়ী কলম প্রতিনিধি,
আগন্তবলী, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৫
 রাজশ্রমের দলদলে রাজ্যে গুরু হয়েছেন
 দালালি ব্যবসা। রক্ত বিক্রি হচ্ছে ও
 হাশের কায়র বিনিময়ে। যে রাজ্য
 বাজার কর্তৃক বছর ধরে রক্তদান
 দেশে শীর্ষকাল দলের করছে।
 রাজ্যেই এখন প্রধান রেফারেল
 হাসপাতালে টাকার বিনিময়ে বিক্রি
 হচ্ছে রক্ত। এই ধরনের ঘটনা
 প্রকাশ্যে। আসনেই লজ্জায় খাটা
 ডুবলো মহান রক্তদাতাদের।
 রবিবারই এই ধরনের ঘটনা ঘিরে
 উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল জিপি
 হাসপাতালে। পুলিশ এবং
 টিএসআর মোতাখরের উদ্ভিত বর্মণ
 নামে এক দালালকে আটক করে
 মারধর করতে থাকে তিন দেওয়া
 ঘর পুলিশের হাতে। উদ্ভিত দেওয়া
 পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন
 রক্তের জন্য তিন হাজার টাকা
 নিয়েছে তার এনজার ও গ্রুপের
 সম্পাদক। এভাবে আরও
 অনেকের কাছ থেকে রক্তের জন্য
 টাকা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা
 টিপি হাসপাতালে চাউর হয়ে
 রবিবার ভিড় জমে যায় স্বাক্ষরী

এংবে রোগীর পরিভ্রমণের। এই ধরনের রক্তের দালালি ফের ত্রিপুরাকে ২০ বছর আগে পিছিয়ে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। কারণ এছাড়া সময় ছিল যখন হাসপাতালগুলির সামনে ভোনারার টাকার বিনিময়ে রক্ত দিতেন। রক্তের গুণমান ভালো থাকতো না। এরকমজনক কয়েকদিন পর আরই রক্ত টাকার বিনিময়ে দিতেন। ভোনারগু সেই অবস্থায় কিরে যাচ্ছে ত্রিপুরার বলে অনেকে অভিযোগ তুলছেন। এই জন্য রাজ্যের সব অংশকেই দায়ী করা হচ্ছে। বিষয়টি যে গোটা দেশের কাছে রাজ্যের সুনাম নষ্ট করার মতো তা পরিবার। কারণ বা আমলে রক্তদান তা পুরষা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান খলল করেছিল। খোদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উদ্ভুদ্ধি থাকতেন। কিন্তু রক্তদান আক্রমণের মতো ঘটনার পর থেকে কন মেছে শিবির। উৎসাহের মেজাজে রক্তদান অনেকের কাছে রোগে রাঙা। রক্তের সবকটি প্রায় প্রত্যেকটি হাসপাতালেই কন

পাতালে শোনা যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে রক্ত নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। রবিবার জিবিপি হাসপাতালে উদিত বর্মণ নিজেই জানান তিনি মেলাঘরের আরজেস্ট ব্রাদ গ্রুপ নামে একটি সংস্থার সাথে যুক্ত। যদিও এই এনজিও'র কোনোও রেজিস্ট্রেশন নেই। এনজিও'র সম্পাদক ইস্যু মিয়া এবং সভাপতি সুরজিং সাহা। ইস্যু ডোনারদের চাহিদা অনুযায়ী

ସ୍ମୃତ ୧

পাঠান। ডোনারদের মেলাঘর,
বিলোনিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকা
থেকে হাসপাতালগুলিতে পৌঁছে
দেওয়ার কাজ করেন উদিত বর্মণ।
তিনি জানিয়েছেন, ডোনারদের
জিপিপি হাসপাতালে মেলাঘর
থেকে পৌঁছানোর পর্বতে ১২০০
টাকা তাকে দেওয়া হবে বলে
জানানো হয়েছিল। তিনি এই
কারণেই ডোনারদের পৌঁছে
দেওয়ার পথ তার ভাড়ার টাকার
জন্ম। অপরাধ করছিলেন। কিন্তু
ভাড়ার টাকা কেউ দিচ্ছিল না।

সম্রাট জ্ঞানো রক্ত দিতে জুরোয়া এবং
সম্রাট নানা রক্ত দিতে এনহিলেন।
ওয়ে রোগী ছিলিবি হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন। রক্তের জন্য আগেই
তারা তিন হাজার টাকা ইস্যু মিনার
করে দিয়েছেন। তাদের বেলজিউ
বিলানিয়া থেকে রক্তদাতা আনা
হচ্ছে এই কারণে ৩ হাজার টাকা
নেওয়া হয়েছে। অথচ রক্তদাতা
এসেছে মেলায়থ থেকে
রক্তদানের নামে বাসায় গুর করে
দিয়েছে এই এনজিওটি বলে
অভিযোগ। গোটা ঘটনায় তদন্তের
কাজ উঠেছে। কারণ পুলিশের কাছে
খুব উদ্ভট মর্মান্দ ধরা হয়েছে, এ
আগেও টাকার বিনিময়ে তিনি গ্লাভ
ডোনারদের হাসপাতালে পৌঁছে
দিয়েছেন। এই টাকা নেওয়া
রোগীর পরিজনদের থেকে। অত্যাচার
এই রাজ্যেই রক্তদাতারা কোনও
স্বার্থ ছাড়াই কোনো রক্তদান করে
থাকেন। এমনও বহুহমান রক্তদাতা
প্রত্যেক। তিন মাস অন্তর অন্তর
কেনেও ধরনের খার ছাড়া রক্তদান
করছেন। এমনকী তাদের রক্ত
দিচ্ছেন একথাও কখনো রক্তদাতা
করেন না। এমন রক্তদাতা রাজ্যে

আলেকা রয়েছেন। তাঁদের প্রতি
অসম্পন্ন করার মতো যখন জিবিপি
হাসপাতালে রবিবার সামনে
এলো। যদিও জিবি ফাঁড়ির পুলিশ
আর্জেন্ট ব্লাড গ্রুপ নামে সংস্থার
বিভাগে কোনও নামো নেয়ার
তারের বিরুদ্ধে মেলো আইনত
ব্যবস্থাও নেয়নি। টিএসআর এবং
পুলিশই এদিন রক্তদানের নামে
এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।
জানা গেছে এটিকও দেশে
কয়েকজন রক্তদাতা জিবিপি
হাসপাতালে গাড়ি বাস্কে প্রেরণ
হয়ে গেছেন। এর বিনিময়ে তারা
রোগীর পরিচালনা থেকে
ধন্যবাদ পর্যন্ত নেননি। এদিনই
জিবিপি হাসপাতালে তিন যাত্রার
টাকার বিনিময়ে রক্তদানের
বিষয়টি সামনে এসেছে। এই
ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার
উপরও বড় ধরনের প্রশ্ন তুলে
ধরে। এখনই রক্তদান নিয়ে
গোটা রাজ্যে জালা উঠেই তৈরি
করা না যায় তাহলে
আগামীদিন ওলিতে এমন
ঘটনা সামনে আসতে পারে বলে
এদিন প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছে।

জানা অজানা তথ্য লুকোনোর নিরাপদ উপায়

মোটামুটি সেই প্রাচীনকাল থেকে যত সাইফার এখন পর্যন্ত আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে, সবগুলোর ক্ষেত্রেই একটা সাধারণ সমস্যা সব সময়ই থেকে গেছে। সেটা হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট। যত যাই করা হোক না কেন, সাইফারে এই দুর্বলতার কারণে ইনফরমেশন লিক হবেই, আর সেটা ধরে ঘাঁটাঘাঁটি করতে থাকলে একটা সময় মূল বক্তব্য উদ্ধার করে ফেলা যাবে।

কীভাবে একটা সাইফারের ফিঙ্গারপ্রিন্টকে প্রায় মুছে ফেলা যায়? ধরা যাক, চিঠিটাতে নীত্ ইয়া বড় একটা শিফটিং ব্যবহার করেছে আর সেটা পুরোপুরি নিরপেক্ষ। আপনার মনে হতে পারে, এটা কী রকম? নীত্ কি তাহলে ইচ্ছামতো যা খুশি সংখ্যা ধরে নেবে? ধরলাম, নীত্ ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে অক্ষরগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি প্রায় একটা সংখ্যা লিখে গেল, পর পর প্রায় ১০০টি সংখ্যা। এবার এই বিশাল সংখ্যার তালিকা ধরে সে ডিটা তার চিঠিতে এনক্রিপ্ট করে, তাহলে দেখা যাবে, মূল চিঠি উদ্ধার করা বেশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে এই কাজটা আরও ভালো করে করা যাবে, যদি নীত্



নিজে এই কাজটি না করে অন্য কোনো উপায়ে তার শিফটিংয়ের সংখ্যাগুলো পেয়ে যায়, যেটা আরও বেশি নিরপেক্ষ। আমাদের কেউই কিন্তু পুরোপুরি নিরপেক্ষ চিন্তা করি না। আপনারা যদি একটা সংখ্যা চিন্তা করতে বলা হয়, কত চিন্তা করবেন? হয়তো ৭ বা ১১? অথবা ৯? যা-ই হোক না কেন, আপনার মনের চিন্তাটা যেহেতু প্রভাবিত, যদি পর পর ১০০ বা আরও বেশি সংখ্যা লিখতে বলা হয় আপনারকে, সেগুলো প্রত্যেকেই ১ থেকে ২৬-এর মধ্যে আছে, দেখা যাবে কিছু বিশেষ সংখ্যার অনেক বেশিবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। আমাদের চিন্তাভাবনা যেহেতু পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়, কাজেই, আমাদের শিফটিং স্ট্রিং সুযম হবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। এই বামোলা থেকে মুক্তির উপায় কী? খুব সহজ, নিরপেক্ষ কোনো কিছু থেকে এই সংখ্যাগুলো বাছাই করা। আমরা সবাই কর্মবৈধি লুডু তো খেলি। একটা লুডু খেলায় ছক্কাটি নিরপেক্ষভাবে ঠিকঠাক মতো বানানো হলে দেখা যাবে অনেক বেশি সংখ্যকবার ছক্কা নিষ্ক্ষেপ করলে প্রতিটি ফলাফল মোটামুটি সমান সংখ্যকবার এসেছে। এটি একদমই সাধারণ সভাব্যতার বিষয়। আরও মজার ব্যাপার হলো, লুডু খেলার সময় ছক্কা নিষ্ক্ষেপ করলে কোন্ বার কী আসবে, তা কোনোভাবেই অনুমান করা সম্ভব নয়। ছক্কা নিষ্ক্ষেপের ফলাফল অন্য যেকোনো কিছুর থেকে পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত। তাহলে চিন্তা করুন, ছক্কাতে তো মাত্র ছয়টা সংখ্যা লেখা থাকে ছয় পামে। আমাদের হাতে যদি এমন একটা ছক্কা থাকত, যেটির মোট ২৬টি তল রয়েছে, তাতে ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত সব সংখ্যা লেখা। তাহলে আমরা ২৬ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ফল পেতাম এবং এই ফলগুলো হতো পুরোপুরি নিরপেক্ষ। কার পর কে আসবে বা ফলাফল কী হতে পারে, কোনোভাবেই অনুমান করা সম্ভব নয়। এ রকম একটা ছক্কা যদি পর পর ১০০ বার নিষ্ক্ষেপ করা হয়, তাহলে বিশাল একটা সংখ্যার স্ট্রিং পাওয়া যাবে। এটা আমরা

শিফটিংয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি। কীভাবে? খুব সোজা, প্রথমত এই শিফটিং স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য যত খুশি বড় করা যাবে, যত খুশি ছোট করা যাবে নিজের মতো করে। এরপর যেহেতু এটির ফলাফল কোনো ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, কাজেই কোনোভাবেই এটার ফলাফল অনুমান করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া যেহেতু সবগুলো ফলাফলেই নিরপেক্ষ, এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত শিফটিং স্ট্রিংয়ের ফলে মেসেজের এনক্রিপশন করা হলে দেখা যাবে, এতে প্রায় সবগুলো অক্ষরই সমানভাবে পুনরাবৃত্তি করবে। অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস করেও কোনো লাভ হবে না এই মেসেজে। সবগুলো বর্ণই ব্যবহৃত হয়েছে শিফটে এবং নিরপেক্ষভাবে। কাজেই এনক্রিপ্ট করা হলে দেখা যাবে, এনক্রিপ্টেড চিঠির অক্ষরগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি প্রায় সুযম ও এ থেকে তথ্য পাচারের সভাবনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। অর্থাৎ সবগুলো অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি সমান থাকবে। তবে একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে, শিফটিংয়ের জন্য যে স্ট্রিং আমরা ব্যবহার করি, সেটা যাতে নিরপেক্ষ ও সুযম থাকে। তাহলে এই

পদ্ধতিতে এনক্রিপশনের মধ্যে আমরা না থাকেছে পুনরাবৃত্তিক শিফটিং অর্থাৎ কোনোভাবেই পরবর্তী শিফটিংয়ের প্রকৃতি অনুমান করা সম্ভব নয়। বিশালসংখ্যক উপাত্ত নিলে দেখা যাবে এনক্রিপ্টেড মেসেজের সব অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি হবে সমান। এতক্ষণ আমরা যে তথ্য পাচারের কথা বলে যাচ্ছি, যে সমস্যা আমাদের সব এনক্রিপশনকে দুর্বল করে ফেলছিল, আমাদের সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এই যে একাধিক স্ট্রিংয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে এনক্রিপশন, এই পদ্ধতিকে বলা হয় ওয়ান টাইম প্যাড পদ্ধতি। মোটামুটিভাবে আমরা যত রকমের এনক্রিপশন দেখি, ব্যবহার করি, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী। এই ধারণার প্রথম প্রায়োগিক ফলাফল দেখা যায় উর্বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। কেন এই এনক্রিপশন এত শক্তিশালী? বা এটা ভাঙা কেন অনেক বেশি কঠিন? আসুন, আমরা এর পেছনের গাণিতিক ব্যাখ্যাটা একটু দেখে নিই।

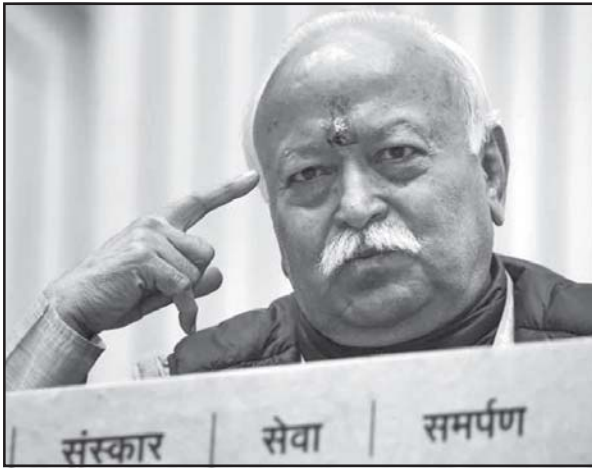
সিজার সাইফারে মূলত শিফটিং করা হতো প্রতিটি অক্ষরকেই একই সংখ্যা দ্বারা, সবগুলো অক্ষর নির্দিষ্ট দূরত্বে শিফট করে। মূল মেসেজ উদ্ধার করতে হলে আমাদের সর্বোচ্চ ২৬ বার চেষ্টা করলেই যথেষ্ট। আর কপাল ভালো হলে এর অনুমান করা সম্ভব নয়। ছক্কা নিষ্ক্ষেপের ফলাফল অন্য যেকোনো কিছুর থেকে পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত। তাহলে চিন্তা করুন, ছক্কাতে তো মাত্র ছয়টা সংখ্যা লেখা থাকে ছয় পামে। আমাদের হাতে যদি এমন একটা ছক্কা থাকত, যেটির মোট ২৬টি তল রয়েছে, তাতে ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত সব সংখ্যা লেখা। তাহলে আমরা ২৬ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ফল পেতাম এবং এই ফলগুলো হতো পুরোপুরি নিরপেক্ষ। কার পর কে আসবে বা ফলাফল কী হতে পারে, কোনোভাবেই অনুমান করা সম্ভব নয়। এ রকম একটা ছক্কা যদি পর পর ১০০ বার নিষ্ক্ষেপ করা হয়, তাহলে বিশাল একটা সংখ্যার স্ট্রিং পাওয়া যাবে। এটা আমরা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

৪০ হাজার বছর ধরে সব ভারতীয়’র ডিএনএ এক, দাবি মোহন ভাগবতের

সিমলা, ১৯ ডিসেম্বর। এর আগে তিনি বলেছিলেন, দেশের প্রতিটি নাগরিকই আসলে হিন্দু, কেননা তাদের পূর্বপুরুষ এক। এবারও ঘুরিয়ে একই কথা বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। বললেন, ৪০ হাজার বছর ধরে প্রত্যেক ভারতীয়র শরীরে রয়েছে একই ডিএনএ। শনিবার ধরমশালায় প্রাক্তন ভারতীয় সেনাদের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংঘ প্রধান ভাগবত। সেখানেই বলেন, “গত ৪০ হাজার বছরে ভারতীয়দের ডিএনএ-তে কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমাদের পূর্বপুরুষরা অভিন্ন। ওই পূর্বপুরুষদের কারণেই আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের ও আজকের ভারতীয়দের মধ্যে কোনও তফাত নেই।” এদিন প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের সমাবেশে বিপিন রাওয়াত-সহ তামিলনাড়ুর কুন্মুরের চপার

দুর্ঘটনায় মৃত ১৪ জনের প্রতি শোকপ্রকাশ করে ভাগবত দাবি করেন, বিজেপি ও আরএসএস পৃথক বিষয়। এও বলেন যে, বিজেপি সরকারকে আরএসএস নিয়ন্ত্রণ করে না। এই ধরনের বক্তব্য আসলে মিডিয়ার প্রচার। মোহন ভাগবত বলেন, “তাদের (বিজেপি) রাজনীতি আলাদা, কাজের ধরনও অন্যরকম। তবে সংঘের চেতনা ও সংস্কৃতির একটা কার্যকারিতা রয়েছে। ওখানে (সরকারে) যঁারা আছেন, তাঁদের কারও কারও সঙ্গে সংঘের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এর বেশি কিছু না। সংবাদ মাধ্যম যেভাবে লেখে, সংঘের হাতেই রয়েছে বিজেপি সরকারের রিমোট কন্ট্রোল ইত্যাদি, আদতে তেমন কিছু নয়।” ভাগবতের আরও দাবি, “সরকার সবসময় আমাদের (আরএসএস) বিরুদ্ধেই অবস্থান করে, গত ৯৬ বছর ধরে হাজার বাধা ডিঙিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন সংঘের সদস্যরা।



সমাজের যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করেন। স্বয়ংসেবকরা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন যে সংঘদ ভবনের আসন দখল তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা মানুষের পাশে থাকেন, স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাঁরা।” প্রসঙ্গত, এর আগেও ভাগবত দাবি

করেছিলেন, ভারত ও হিন্দুত্বকে পরস্পরের থেকে আলাদা করা যায় না। সেবার সংঘ প্রধান বলেন, “হিন্দু ছাড়া ভারত হতে পারে না। আবার ভারত ছাড়াও হিন্দু হতে পারে না। এটা হিন্দুত্বের মূল কথা। আর সেই কারণেই ভারত হিন্দুদের দেশ।”

স্বর্ণমন্দিরের পর আরও এক জনকে পিটিয়ে খুন পাঞ্জাবে

চম্ভীগড়, ১৯ ডিসেম্বর।। স্বর্ণমন্দিরকে ‘অপবিত্র’ করার অভিযোগে শনিবারই এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে। রবিবার ভোরা রাতে ছব্ব এক ই ঘটনা ঘটলো ওই রাজ্যের কাপুৰথলা জেলায়। কাপুৰথলার নিজামপুর গ্রামে একটি গুরুদ্বারের লাগানো শিখ পতাকা খুলে নেওয়ার অভিযোগে আরও এক যুবককে পিটিয়ে মারলেন গ্রামবাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গুরুদ্বারের শিখ পতাকা খুলে ধরকে অবমাননা করার অভিযোগে এক যুবককে পেটানো হচ্ছে বলে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। এর পরই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, গ্রামবাসীদের সামনেই ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা চলাকালীনই তাকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ফেসবুকে একটি লাইভ ভিডিওতে ও গুরুদ্বারের কেয়ারটেকার অমরজিৎ সিংহ জানান, ভোর ৪টের সময় প্রার্থনা মেরে গুরুদ্বার থেকে বেরনোর সময় তিনি দেখেন, গুরুদ্বারের নিশান সাহিব (শিখ পতাকা) খোলার চেষ্টা করছেন এক যুবক। যুবককে ধরারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু পারেননি। ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই গ্রামবাসীদের হাতে ওই যুবক ধরা পড়েন। শনিবার সন্ধ্যায় স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা চলাকালীন আচমকই এক ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ‘গ্রন্থ সাহিব’-এর সামনে রাখা তরোয়াল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করার তাকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলেন উত্তেজিত জনতা। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই ঘটনা ঘটলো পাঞ্জাবে। স্বর্ণমন্দিরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে পাঞ্জাব সরকার। ওই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন ডিসিপি আইন-শৃঙ্খলা। রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ স্বর্ণমন্দিরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চম্ভী।

খুন এসডিপিআই ও নেতা, জারি ১৪৪ ধারা

তিরুঅনন্তপুরম, ১৯ ডিসেম্বর।। ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে কেরলে দুই রাজনৈতিক নেতার খুন ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির এক নেতার হত্যার পরে রবিবার ভোরে বিজেপি নেতা ও দলের ওবিসি মোর্চার রাজ্য সচিব রণজিৎ শ্রীনিবাসনকে তাঁর বাড়ি ঢুকে খুন করল দৃষ্টতারা। যার জেরে রাজ্যের আলাপ্পুজা জেলায় জারি ১৪৪ ধারা। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে রোজকার মতোই প্রাতর্ভ্রমণে বেরাছিলেন ওই জনপ্রিয় বিজেপি নেতা। ঠিক তখনই তাঁর বাড়ি চড়াও হয় দৃষ্টতারা। সেই সময় বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও মা। তাঁদের সামনেই তাকে মারধর করতে থাকে আততায়ীরা। এরপর তাঁর গলা কেটে দেয় তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই নেতার। সকালেই ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর আগে শনিবারই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া তথা এসডিপিআই নেতা ও দলের রাজ্য সচিব কে এস খানকেও খুন করে অজ্ঞাতপরিচয় দৃষ্টতারা। বাড়ি ফেরার পথে তাঁর উপরে চড়াও হয় তারা। ওই খুনে বিজেপি-আরএসএস জোটের দিকে আঙুল তুলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি মুভাতপুজা আশরফ মৌলবি। সংবাদমাধ্যমের সামনে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি ঈশ্বারীয় দেনা, যদি আরএসএস ও বিজেপি এই ধরনের হামলা থেকে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের কড়া জবাব দেওয়া হবে। দুই হত্যারই তীব্র নিন্দা করেছেন রাজ্যের সিনিয়র কংগ্রেস নেতা ও কেরলের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেমিথাল। তিনি বলেন, “বিজেপি ও এসডিপিআইয়ের উচিত এই ধরনের খুনাত্মনের প্রতিশোধে মেতে না উঠতে। এটা রাজনীতি নয়।” তিনি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন রাজ্যের শাসক দল ও পুলিশের উপরে। তাঁর মতে, রাজ্যে এভাবে প্রতিহিংসার ঘটনা ঘটছে অথচ পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

সকল বাতানুকূল ট্রেনে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর।। দূরপাল্লার ট্রেনের সংরক্ষিত বগিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থাকেই। এবার সেই সুবিধা আরও বাড়ালো রেল। এবার থেকে রাজধানী, দূরস্ব-সহ সমস্ত সম্পূর্ণ বাতানুকূল এক্সপ্রেস ট্রেনেও থাকবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্দিষ্ট আসন। এছাড়াও দূরপাল্লার ট্রেনে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষার দিকটি নিয়েও একাধিক পরিকল্পনা করছে রেল। শনিবার তা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। এতদিন সাধারণ রিপিার বগিতে ছাটি করে বার্থ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। গরিব রথ এক্সপ্রেসের বাতানুকূল থ্রি-টিয়ার বগিতেও একই সুবিধা পেতেন মহিলা যাত্রীরা। সেই সুবিধা এবার রাজধানী, দূরস্বত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনেও পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ভারতীয় রেলের তরফে। ট্রেন যাত্রায় মহিলাদের

স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় রেল। এদিন এই দাবি করেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি জানিয়েছেন, সংরক্ষিত আসনগুলির সুবিধা নিতে পারবেন যেকোনও বয়সের মহিলা। তবে রেলমন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে, মেয়েরা একা বা দলবদ্ধভাবে সফরের সময়েই এই সুবিধা নিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবরে চালু হয়েছে ট্রেনে সফরকারী মহিলাদের সুরক্ষা প্রকল্প ‘মেরি সহেলি’। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের সুরক্ষার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা নিয়েও ভাবছে রেল। এই বিষয়ে আরপিএফ ও জিআরপি-কে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে চায় রেল মন্ত্রক। রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই বিষয়ে জেলা পুলিশকেও অবগত করা হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নাবালিকা গণধর্ষণে কঠোর সাজা ১৩ জনের ২০ বছরের কারাদণ্ড

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। চলতি বছরের শুরু দিকে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় রাজস্থানে। ১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে টানা ৭ দিন ধরে ধর্ষণ করে একাধিক ব্যক্তি। ঘটনায় অভিযুক্ত ১৩ জনকে কঠোর সাজা দিল রাজস্থানের কোর্ট। শহরের একটি আদালত। ১৩ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। আরও ৪ জনকে ৪ বছর করে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে আডিশনাল সেনান জজ অশোক চৌধুরী পক্ষসে আইনে একটি বিশেষ আদালত গঠন করেন। এবার নয় মাসের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দিল সেই আদালত। শনিবার নাবালিকার গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাজার নির্দেশ দিল অশোক চৌধুরীর আদালত। ১৩ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে, ২ জনকে ৪ বছর করে কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৭ হাজার টাকা করে

জরিমানা করা হয়েছে, আরও এক মহিলাকে ৪ বছরের কঠোর কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছে শনিবার। নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ ছিল এই মহিলার বিরুদ্ধে। বলগওয়ারে একাধিক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে সেই মহিলা। ওই ব্যক্তিরাই নাবালিকাকে নয় দিন ধরে ধর্ষণ করে। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত অন্য ১২ জনকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে কোর্টার আদালত। এদিকে নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় করে আডিশনাল সেনান জজ অশোক চৌধুরী পক্ষসে আইনে একটি বিশেষ আদালত গঠন করেন। এবার নয় মাসের মধ্যে দোষীদের শাস্তি দিল সেই আদালত। শনিবার নাবালিকার গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাজার নির্দেশ দিল অশোক চৌধুরীর আদালত। ১৩ জনকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে, ২ জনকে ৪ বছর করে কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৭ হাজার টাকা করে

পুরভোটে উত্তেজনার আবহাওয়া



পুলিশের হাতে পাকড়াও ছদ্মা ভোটার।

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর।। দিনভর উত্তেজনার আবহেই শেষ হল কলকাতার পুরভোট। শহরের নানা প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটলো যট্টেছে। দু’জায়গায় বোমাবাজি হয়েছে। রক্তও বর্ষেছে দু’-একজনের। বিরোধীদের অভিযোগ, সকাল থেকেই বুধ দখল করে, সন্ত্রাস ছড়িয়ে ‘ভোট করিয়েছে’ শাসকদল। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে বকেছে, নিজদের দুর্বলতা ঢাকতেই সব জায়গায় প্রার্থী দিতে না পারা বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস শাস্তিপূর্ণ ভোটকে কালিমালিঙ্গ করার চেষ্টা চালিয়েছে দিনভর।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা পুলিশের মতে, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ। বুধ দখলের কোনও ঘটনা হয়নি বলেও জানিয়েছে কমিশন। রবিবারীয় পুরভোটের ‘সৌজন্য’ নিজরিবহীন বিরোধী ঐক্যেরও সাক্ষী হয়েছে শহর। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানার সামনে মিলিতভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করেছে রাজ্যের তিন বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস। তিন দলই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পৃথকভাবে অশান্তি

এবং অনিয়মের অভিযোগ জানিয়েছে। বড় কোনও অশান্তি না ঘটলেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিরোধী প্রার্থী এবং কর্মীদের মারধর, পোলিং এজেন্টকে হেনস্থা, বিরোধীদের বুথ ক্যাম্পে হামলার অভিযোগ উঠেছে। প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও বর্ষেছে রক্ত। শিয়ালদহের টাকি স্কুলের সামনে বোমায় জ্বন্ম হয়েছেন এক জন। বেলেঘাটার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডেও শাসকদলের বিরুদ্ধে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। যদিও শিয়ালদহে বোমাবাজিতে আহত হওয়ার কথা স্বীকার করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সিআইটি পার্ক পোলিং স্টেশনে ভাঙচুর করা হয়েছে ইন্ডিএম। ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিতের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ম ওঝাও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। খিদিরপুরে হামলা হয়েছে সিপিএম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খানের উপর। ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম প্রার্থী আশিস মল্ল সিরিটির একটি বুথে ঢুকতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার হন। ৪৫ নম্বর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

শীতে খান এই ৪টি আটার রুটি



শীতকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো চ্যালেঞ্জের বিষয়। এই মরসুমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

শরীর থাকবে গরম, বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

ক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে গম ছাড়াও অন্যান্য নানান শস্যের আটা পাওয়া যায়। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এর সাহায্যে শরীরকে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়। এই আটার রুটি খেতে যেমন সুস্বাদু খেতে, তেমনই শীতকালে শরীরও গরম রাখে। এখানে কয়েকটি আটার উল্লেখ করা হল, যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যোপযোগী। বাজারের আটা- বাজারের আটা গুল্টেন মুক্ত হয়। তাই কারও

গমের আটা অ্যালার্জি থাকলে বাজারের আটা খেতে পারেন। ওমেগা ও ফ্যাটি অ্যাসিড, আয়রন, ফাইবার ও পটাসিয়ামে সমৃদ্ধ এই আটা। শীতকালে বাজারের আটার রুটি অধিক স্বাস্থ্যোপযোগী। এটি শরীর গরম রাখে। জোয়ারের আটা- আইএফটি অনুযায়ী জোয়ার একটি প্রাচীন উপযোগী। এর সাহায্যে তেমনই শীতকালে শরীরও গরম রাখে। এখানে কয়েকটি আটার উল্লেখ করা হল, যা অত্যন্ত স্বাস্থ্যোপযোগী। বাজারের আটা- বাজারের আটা গুল্টেন মুক্ত হয়। তাই কারও

পাচন তন্ত্রের জন্য অধিক উপকারী এই আটা। পাশাপাশি অভিযোগও ফ্যাটি অ্যাসিড, সাহায্য করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে উপযোগী জোয়ারের আটা। রাগীর আটা- গমের আটার উৎকৃষ্ট বিকল্প হল রাগীর আটা। বাদামী রঙের এই আটটি খুব তাড়াতাড়ি রান্না করা সম্ভব। ওজন কম করতে সহায়ক হয় রাগীর রুটি। কালশিয়ামে সমৃদ্ধ রাগীকে অধিকাংশ সময় মাল্টিগ্রেন আটার সঙ্গে মেশানো হয়।

কুটুর আটা- সব মরসুমেই কুটুর আটা পাওয়া যায়। তবে শীতকালে এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপকারী। এতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন বি২, রাইবোফ্লোবিন ও নিয়াসিন থাকে। কুটুর আটাকে শুদ্ধ মনে করা হয়। তাই উপবাসে এটি খেয়ে থাকেন অনেকে। এই আটার রুটি প্রোটিন, ফ্যাট, ফাইবার, পটাসিয়াম, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম ও আয়রনের উল্লেখযোগ্য উৎস। শীতকালে এই আটা শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে।

শহরে গীতা মহাযজ্ঞ



আগরতলার পরমার্থ সাধক সংঘে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় গীতা মহাযজ্ঞ। ধর্মপ্রাণ মানুষ এদিন সকাল থেকে ভিড় জমান আশ্রমে। যজ্ঞনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আশ্রমের পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের ভক্তরা এই ধর্মীয় কর্মসূচিতে शामिल হন। রবিবারের তোলা নিজস্ব ছবি।।

আইনের শাসন বিপন্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। শাসকদলীয় নেতারা কথায় কথায় বলেন, এ রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থা কি ধরনের তা রবিবার একজন শাসকদলীয় প্রধানই স্পষ্ট করে দিলেন। বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্রনগর রুকের অন্তর্গত দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরীর অভিযোগ, তার স্বামীকে প্রকাশ্যে মারধর করা হলেও পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করছে না। তার মতে, পুলিশের কোনো ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। তাই তিনি পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। একজন জনপ্রতিনিধি যখন প্রকাশ্যে পুলিশের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলার কথা বলেন, সাধারণ নাগরিকদের কাছে কি বার্তা যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই বলছেন, এতদিন বিরোধীরা যে অভিযোগ করে আসছিলেন এখন একই ধরনের অভিযোগ শাসকদলীয়দের গলাতে শোনা যাচ্ছে। এর থেকেই স্পষ্টে রাজ্যে আইনের শাসন কায়মে হয়েছে। নিগো বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে স্বদলীয় কর্মীর হাতে অক্রান্ত হয়েছিলেন প্রধানের স্বামী



দে, সুমন দত্ত নামে তিন বিজেপি কার্যকর্তা গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলে মনুরমুখ তবলা চৌমহনি এলাকায় তার উপর হামলা চালায়। সঞ্জিত চৌধুরীর স্ত্রী তথা প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরী বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকী মামলা লেখার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে বলে জানিয়ে দিয়ে পুলিশ। এদিন প্রধান এবং তার স্বামী সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, পুলিশ বিভিন্ন সময়

ভিন্ন ভিন্ন কথা বলছে। এমনকী এফআইআর'র কপি দেওয়া হয়নি প্রধানকে। এফআইআর'র কপি চাইতে প্রধান লক্ষ্মী চৌধুরী ছুটে

যান মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন আধিকারিক অনুপস্থিত। তাই শেষ পর্যন্ত এদিন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুলিশের বিরুদ্ধে নিজেদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, শাসকদলীয় জনপ্রতিনিধি যেখানে পুলিশের হাতে হয়রানির শিকার, সেই জায়গায় সাধারণ মানুষের কি হবে?

গজরাজের উন্মত্ততায় আতঙ্কিত নাগরিকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবালা, ১৯ ডিসেম্বর।। পঞ্চাশত এক দামাল হাতির উন্মত্ত তাওবে রবিবারীয় কাকভোর থেকে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিল আমবালা শহর সংলগ্ন ডলুবাড়ী ও কমলাছড়ার পেছনের অংশ সহ কেকমাছড়া গ্রামের জনসাধারণগো। জানা যায়, এদিন ভোরের আলো ঠিকঠাক প্রস্ফুটিত হওয়া আগেই এলাকায় উদয় হয় গজ মহারাজ। শুরু করে তাণ্ডব ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে পাগলা বাজারের বেশ কয়েকটি বাঁশের ঘর ভূপাতিত করে অগ্রসর হয় কেকমাছড়ার ঘনবসতির দিকে। আর এতেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ দৌড়বাক পুরু করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় যে, এটি একটি দলহুট জংলি হাতি। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় আমবালা বন দফতরে। ঢাল তরোয়াল বিহীন নিধিরাম সর্পারের ন্যায় বনকর্মীরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার আগেই গজ মহারাজ পিছনের জঙ্গলে গা-ঢাকা

দেয়। বনকর্মীরা সহ এলাকাবাসী যখন উন্মত্ত গজ মহারাজকে বাগে আনার কৌশল খুঁজছে ঠিক তখনই এক অপরিচিত যুবক সেখানে উপস্থিত হয়ে জানায় গজ মহারাজের আসল পরিচয়। ঐ যুবক নিজেই হাতিটির মাছত পরিচয় দিয়ে জানায় হাতিটির মালিক হল কৈলাসহরের ইরানি এলাকার বাসিন্দা বাবুই মিয়া। দুইজন মাছত শনিবার আগরতলা থেকে কৈলাসহরের উদ্দেশ্যে হাতি নিয়ে রওনা হয়। রাত দুইটা নাগাদ এরা আঠারোমুড়ার জিওলছড়া এবং চামলছড়ার মাঝামাঝি স্থানে হাতিটিকে এক টি গাছের সাথে বেঁধে বিশ্রামে যায়। আর তখনই সেটি বাঁধন ছিঁড়ে প্রায় দশ কিমি পাড়া পথ পেরিয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায়। এবং বিপত্তি সৃষ্টি করে। তবে যে সকল গৃহস্থের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হাতিটির মালিক তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে বলে জানিয়েছে।

নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ ডিসেম্বর।। ১৬ বছরের লিপি দেববর্মার বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাক্ষু্য ছড়ায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাঁশতলি ভিলেজের জোটতলি এলাকায়। লিপি দেববর্মার বাবার নাম গোবিন্দ দেববর্ম। লিপি দশম শ্রেণিতে পড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিবারের সদস্যদের অগোচরে মেরোটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ির কাছেই একটি গাছে তার বুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ঘটনাটি আদৌ আত্মহত্যা কিনা? জানা গেছে, এদিন বিকেল থেকেই লিপিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার পরিবারের সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তার বুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের লোকজন মেয়ের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার মা-বাবার চিকারে এলাকার আকাশ-বাতাস ভরি হয়ে উঠে। এদিন রাতে লিপি দেববর্মার মৃতদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর নাবালিকার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন সবার মধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, লিপি দেববর্মার মৃত্যুর পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে? যদি সে আত্মহত্যা করে থাকে তাহলে এর পেছনে কারোর প্ররোচনা নেই তো? যদি পুলিশ সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে তবেই রহস্য উন্মোচিত হওয়া সম্ভব। এখন সবটাই নির্ভর করছে পুলিশের তদন্তের উপর। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

তাগা'র নতুন কমিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন থেকে ত্রিপুরা এথিক্যালচার থ্রাজুয়েট অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি গঠিত করেছে। ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ে আইনি ঝামেলাও চলছে, নতুন ওয়ার্কিং কমিটি আইনি বিষয় সমাধান করতেও অনুরোধ করেছে বাদীদের। নতুন কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন ড. রাজীব ঘোষ, সাধারণ সচিব সুজিত দাস, অর্থসচিব হয়েছেন রাজীব রায় বর্মণ, প্রচার সচিব হয়েছেন বিদ্যাজয় দেববর্মী এবং সম্পাদক পদে আছেন শ্রীকান্ত নাথ। তাছাড়াও সতেরজনের কমিটিতে চারজন কার্যকরী সদস্য রয়েছেন। এই খবর জানিয়েছেন প্রচার সচিব।

URGENT VACANCY!

SARKAR SWIKRITA SANGSTHA TE BIBHINNO STHAI PODE 48 JON JUBOK-JUBOTI AAVASHYAK! AGE: 18-30, JOGGOTA: MADHYAMIK-GRADUATE, AAY: RS.5,000 TO 35,000/- P.M. BIO-DATA SAHA JOGAJOG: UDAIPUR 9862633549

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যে কোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক খুনে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৯ ডিসেম্বর।। নিখোঁজ চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃতদেহ মিললো জঙ্গলের কুয়োতে। চারদিন আগে বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পর আর খবর পাওয়া যায়নি এই শিক্ষকের। তাকে খুন করে কুয়োতে দেহ ফেলা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাক্ষু্য তৈরি হয়েছে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথের মহকুমায়। নিহত শিক্ষকের নাম অনুপ ওরাং (৩৬)। মোহনপুর মহকুমার মেঘলিবন বাগানের একটি পরিত্যক্ত কুয়োতে রবিবার সকালে অনুপের দেহটি পাওয়া যায়। দেহে পচন ধরে গিয়েছিল। পুলিশের অনুমান তিন বা চারদিন আগেই মারা গেছেন তিনি। অনুপ চা বাগানেই থাকেন। উত্তপ্ত এলাকাবাসীরা খুনের অভিযোগে একটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, চা বাগান এলাকারই বাসিন্দা সঞ্জয় ওরাং, তার ভাই প্রজেশ ওরাং, কার্তিক ওরাং এবং অঞ্জলি ওরাং এই পরিবারটি মিলে অনুপকে খুন করেছে। খুন করার পর দেহটি কুয়োতে ফেলে দেয়। গ্রামবাসীরা খুনের অভিযোগে এই পরিবারের তিনজনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তবে পুলিশে যেতে সক্ষম হয় সঞ্জয় ওরাং। পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায় প্রজেশ, কার্তিক এবং অঞ্জলিকে। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা সম্মুখ ফেরোপিস দেয়। পুড়িয়ে দেয় কার্তিক ওরাংয়ের ঘর।

যদিও সিধাই থানার ওসি বিজয় সেন সাংবাদিকদের জানান, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবেন কিভাবে মারা গেছেন এই চাকরিচ্যুত শিক্ষক। যদিও গ্রামবাসীরাই খুনের ঘটনায় নিজেরাই তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সিধাই থানা এলাকায় এই

বিষয়েও করেন। চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকে চা বাগান এলাকাতেই কাজ করতেন। নিখোঁজের পর থেকে তার খোঁজে গোটা এলাকাতেই তল্লাশি করা হয়। শেষ পর্যন্ত এলাকারই একজন মোহনপুরের দালানবাড়ি এলাকাতে একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে দুর্গন্ধ পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং দমকল অফিসে।



ধরনের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়ে আছে। গত ১৫ ডিসেম্বর সন্মারটিলা ফাঁড়ি এলাকার একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন অনুপ। রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। নিখোঁজ অনুপের খোঁজে একটি ডায়েরিও করা হয়। কিন্তু লক্ষ্মীছড়ায় বিয়ে বাড়ি থেকে আর তার হদিশ মেলেনি। অনুপের এক নিকটাত্মীয় জানিয়েছেন তিনি বিদ্যাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিআরএস ছিলেন। পরে ১০৩২৩-এ চাকরি পান।

দমকল গিয়ে কুয়োর মধ্য থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এলাকাবাসীরা চিনতে পারেন মৃত ব্যক্তিকে। এরপর থেকেই শুরু হয়ে যায় উত্তেজনা। এলাকাবাসীরাই সন্দেহের বশে কার্তিক ওরাং-সহ তাদের পরিবারের লোকজনদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। খোঁজখবর নিয়ে গ্রামবাসীরা জানতে পারেন অনুপকে খুন করেছে এই পরিবারের সদস্যরা মিলেই। এদিকে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

পরীক্ষা বঞ্চিত দুই ছাত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। শিক্ষককে জাতির মর্যদত্ত বলা হয়। কারণ, শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই একজন ছাত্র বা ছাত্রী সমাজে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে শুধুমাত্র ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করলেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ছাত্র বা ছাত্রী যাতে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেই দিকেও তাদের নজর থাকা প্রয়োজন। কারণ, চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষাগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেউ যদি পরীক্ষায় অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিষয়টি হয়তো বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষক ভুলে গেছেন। তাই তো সম্প্রতি এমন কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে যা দেখে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, আদৌ শিক্ষকরা কতটা দায়িত্বশীল? পর্বদ পরীক্ষা থেকে শুরু করে অন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা যাতে সমস্যায় না পড়ে সেদিকে নজর দেওয়াটা খুবই জরুরি। কিন্তু এ বছরই সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়

ছাত্রছাত্রীদের। পর্বদ পরীক্ষা তো বটেই, এবার নবম শ্রেণির প্রতিভা অনুসন্ধান (চ্যালেঞ্জ সাচ) পরীক্ষায়ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। উদয়পুর মহকুমার রায়াবাড়ি বিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্রী রবিবার চ্যালেঞ্জ সাচ পরীক্ষায় বসতে পারেনি। কারণ, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে তাদের কোনও নথিপত্র রায়াবাড়ি বিদ্যালয় থেকে পাঠানোই হয়নি। যে কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রে ভগনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুই ছাত্রীকে পরীক্ষায় বসতে দেননি। তারা বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন দফতর কর্তার সাথেও। কিন্তু নথিপত্র ছাড়া ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখন প্রশ্ন উঠছে ছাত্রীদের পরীক্ষা বঞ্চিত হওয়ার পেছনে কাদের ভুল ছিল?



রায়াবাড়ি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, নাকি পরীক্ষার আয়োজনকারীদের? কারণ যাই হোক, সহপাঠীরা এদিনের পরীক্ষায় বসতে পারলেও মোহিনী বানি জমাতিয়া এবং হেয়ালি জমাতিয়াকে বিষন্ন মনোবোধে বাড়ি ফিরতে হয়। এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই দাবি পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের।

বিক্রয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, চিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।

শিবশক্তি কেবিরং সেন্টার

8413987741
9051811933
বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

লোক চাই

এগরোল কারিগর, টিফিন কারিগর ও Dishwasher চাই। পুরুষ-মহিলা উভয়েই আবেদন করতে পারেন। যোগাযোগ—

8413987241
9051811933

SPOKEN ENGLISH

ছেটদের (2021-2022), বড়দের (New Group) Spoken English এ ভর্তি চলছে, সঙ্গে Maths, English, School Subject— (VII to XII) SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON T.K. SIL 9856128934

পারলৌকিক ফ্রিয়া

স্বর্গীয় শচীন্দ্র দেবনাথ
জন্মঃ ১৯২৫ ইং, ১৯৩৪ ইং
মৃত্যুঃ ১০ই ডিসেম্বর, ২০২১ইং
গভীর দুঃখে সজ্জিত জানাচ্ছেছি যে, আমাদের পয়ম প্রিয় পিতা স্বর্গীয় শচীন্দ্র দেবনাথ ১০ই ডিসেম্বর, ২০২১ইং (২৩শে অক্টোবর, ১৯২৫-বার) শুক্রবার ভোর ৩ টা ০০মিনিটে শ্রীশ্রী কুলগুরু চরণে সজ্জানে মায়ার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া মর্ত্যদশা ইহতে সার্বোচ্চতম শাস্তি গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিদেহী আত্মার ত্রিশাশ্রিত কন্যাদেবী আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২১ইং (৪ঠা পৌষ, ১৯৮৩-বার)সোমবার পারলৌকিক ফ্রিয়া নিজ বাসভবনে সম্পন্ন হইবে।

এতদুপলক্ষে আপনি/আপনার আগামী ২১শে ডিসেম্বর ২০২১ইং (৫ই পৌষ, ১৯৮৩-বার) মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া হিত শ্রীশ্রী তৈত্তন্য আশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া শাকার ভোজন করনপূর্বক শান্তি কামনা করতঃ চির বাণিত করিবেন।

ভাগ্যহীন/ভাগ্যহীনা
হারান, প্রমোদ, অমল (পুত্রপুত্র)
আশা, যশ, বৈবী (পুত্রবধূগণ)
ছবি, রানী, পুষ্প (কন্যাগণ)
জন্মাহরণ, নারীনৈদেগণ ও স্বামীপরিজন।

VISION CONSULTANCY Admission Point

We Provide Admission Guidance for MBBS / BDS / BAMS

TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)

LOW PACKAGE 45 LAKH

NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY

Call Us : 9560462263 / 9436470381

Address : Office lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

NM নাইটিংগেল নার্সিং হোম

ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতপত্র নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপরেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।

৪ যোগাযোগ ৪
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

হারাণ, প্রমোদ, অমল (পুত্রপুত্র)
আশা, যশ, বৈবী (পুত্রবধূগণ)
ছবি, রানী, পুষ্প (কন্যাগণ)
জন্মাহরণ, নারীনৈদেগণ ও স্বামীপরিজন।